কথামুখ

স্বাধীনতাত্তোর পাঁচ দশকের (১৯৫০-২০০০) বাংলা ছোটগল্পের মধ্যে দেখা যায় রাঢ় অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, মূল্যবোধের দোটানায় মনোভূমির আলোড়ন ও অবক্ষয়, জীবনচর্যায় ভাঙচুর, প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ ও সমাজজীবনে নানান অসংগতি, অস্থিরতা এবং এসব সত্ত্বেও সুস্থ পরিবেশের সম্ভাবনাময় দীর্ঘ প্রতীক্ষা। এই সব সামাজিক অন্যায়ের চিত্র ও বিশ্লেষণী বার্তাগুলি সমকালীন জীবন সংকটের প্রতিরূপ হিসেবে ছোটগল্পের আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে 'বাংলা ছোটগল্পে রাঢ়ভূমির সমাজজীবন (১৯৫০-২০০০) : নির্বাচিত গল্পকার' নামক আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে নির্বাচিত গল্পকাররা হলেন— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গুণময় মান্না, মহাশ্বেতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, মানব চক্রবর্তী, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, রামকুমার মুখোপাধ্যায় ও অনিল ঘড়াই। এই দশজন ছোটগল্পকার রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী অসহায় দরিদ্র মানুষদের নিয়ে সমকালীন বাস্তব সমাজ জীবনেতিহাসের ছবি এঁকেছেন গল্পের পাতায় পাতায়। যে সমাজে রয়েছে হাজারো অনাচার, শাসন ব্যবস্থায় জুলুম, বেঁচে থাকার নানান সমস্যা, অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। সমাজে দারিদ্র্য সীমার নীচে বাসকরা অসহায় নিঃস্ব মানুষগুলির বিশ্বাস, বৃত্তি, ভাষা, সংস্কৃতি পৃথক হলেও ক্ষুধা তাদের একরকম। এইসব অসহায় মানুষদের এই সামাজিক অবস্থিতিকে এড়িয়ে বৃহত্তর সমাজজীবন গতিশীল থাকতে পারে না। তাই বাস্তব জীবনের মধ্যেই সমাজ সত্যের প্রতিবিম্বন ঘটালেন বেশ কয়েকজন লেখক। এঁদের মধ্যে অন্যতম মহাশ্বেতা দেবী তাঁর লেখার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে 'অগ্নিগর্ভে' র ভূমিকায় প্রকৃত সত্যকথাটি বলে দিয়েছেন যা আমার গবেষণার অভ্যন্তরের স্তরকে আলোকিত করেছে। কথাটি হল—

> ''স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, ঋণ, বেঠ-বেগারী কোনটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা।' '

আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে স্পষ্টত অনুভূত হয় বিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের মূল জনগোষ্ঠীর চলমান সমাজজীবন থেকে নানাভাবে পিছিয়ে রয়েছে। আমার এই অভিমতের সত্যতার প্রমাণ রয়েছে গবেষণাপত্রেই। যা পঞ্চম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার অংশে নলিনী বেরা ও রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায় স্পষ্টতর হয়েছে। রাঢ়ের অনালোকিত ও অনালোচিত অংশের অভাবী মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে তাদের প্রতিবাদের ভাষা ও প্রকৃত অধিকারগুলির কথা শিল্পসম্মতভাবে গল্পের অবয়বে তুলে ধরেছেন সাহিত্যিকগণ। এই গবেষণা কর্মে নির্বাচিত গল্পকারদের নির্বাচিত গল্পগুলি রাঢ় অঞ্চলের

সমাজজীবনের এক অভ্রান্ত দলিল।

আমার এই গবেষণা কর্মের নির্দেশক বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সরোজ কুমার পান মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেই আমি আমার গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করেছি। গবেষণা কর্মে নিরন্তর উৎসাহ ও সহযোগিতায় তিনি সঠিক পথ দেখিয়েছেন, তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলতে হয় দু-জনের কথা, যাঁদের অকুণ্ঠ স্নেহ আমাকে প্রাণিত করেছে। তাঁরা হলেন অধ্যাপক ড. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী মহাশয় এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. বাণীরঞ্জন দে মহাশয়। এঁদের প্রত্যেককে আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কৃতজ্ঞতা জানাই সাহিত্যিক নলিনী বেরা ও সাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায়কে যাঁদের গল্প আমার গবেষণা কর্মের বিষয়। শত ব্যস্ততার মধ্যেও এঁরা সময় বের করে আমাকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সমাজজীবন সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত নানান মতামতে আমি ঋদ্ধ হয়েছি এবং তা আমার গবেষণা কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

এই গবেষণা কর্মের অন্যতম প্রেরণা আমার মা লীলাবতী আদিকারী। তাছাড়া এই গবেষণা কর্মে পরিবারের দায়িত্ব সামলে আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন আমার স্ত্রী ছন্দা আদিকারী। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করব না। গবেষণার আনুষঙ্গিক কাজে আমাকে সহায়তা করার জন্য আমার পুত্র সৌরীনের সার্বিক কল্যাণ কামনা করি।

গবেষণা সম্পূর্ণকরণে সাহায্য পেয়েছি খড়গপুর কলেজের গ্রন্থাগার ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাছে। এই দুই গ্রন্থাগারের কর্মীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। মুদ্রণের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন কবিতিকা-র কর্ণধার ভ্রাতৃপ্রতিম কমলেশ নন্দ। তাঁকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আমার এই গবেষণা কর্মটি দীর্ঘ কয়েক বছরের নিরলস পঠন-পাঠন, তথ্যানুসন্ধান ও সারস্বত সাধনার ফলশ্রুতি।

বিনীত

অমর আদিকারী